যু ব চি ত্রে র
পি : এ
পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট

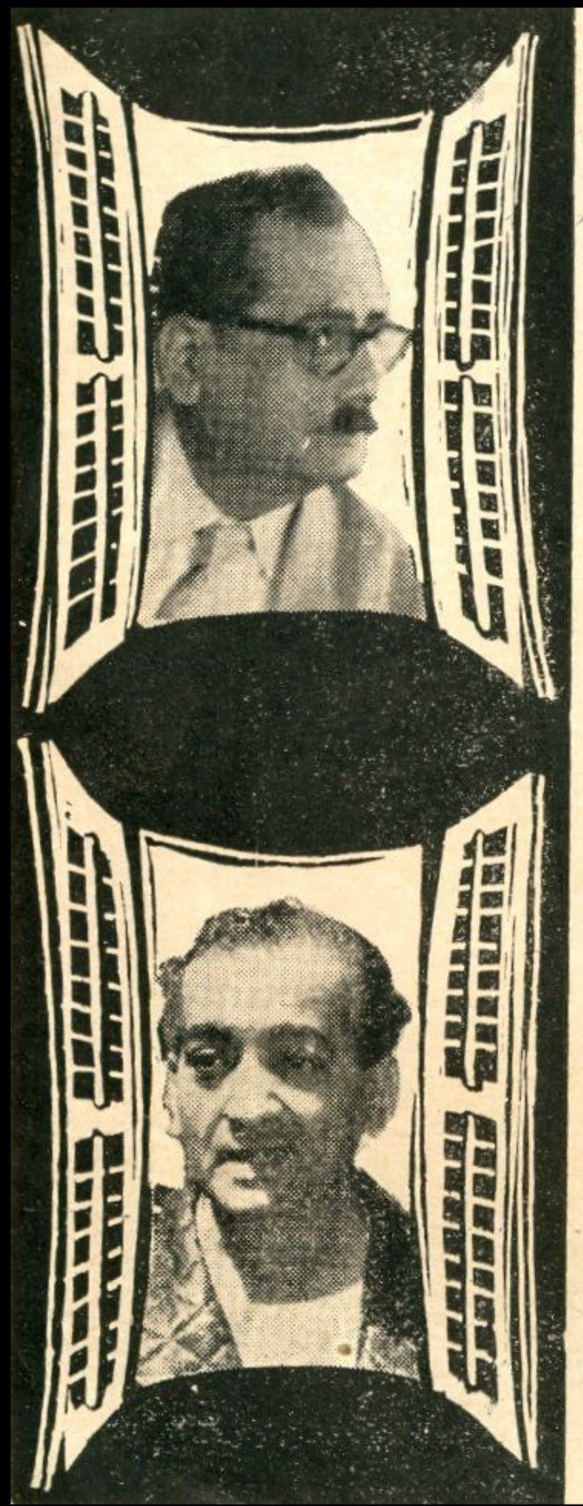

শ্রীশান্তিময় বসুর প্রযোজনায়

যুব চিত্রের নিবেদন

"পি. এ"

পার্সোনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **চিত্রকর**

কাহিনী : হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য

সংলাপ : জ্যোতির্ময় রায়

অতিরিক্ত সংলাপ : কুমারেশ ঘোষ

সুর : নচিকেতা ঘোষ

গীত-রচনা : গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার

কণ্ঠদান : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র পরিচালনা : রামানন্দ সেনগুপ্ত

চিত্রগ্রহণ : দীলিপ মুখার্জী সৌমেন্দু রায়,
সোনা মুখার্জী

শব্দ-গ্রহণ : দুর্গাদাস মিত্র, দেবেশ ঘোষ

শিল্প-নির্দেশ : কার্তিক বসু

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : পরিমল বসু

রূপসজ্জা : মনোতোষ রায়, পঞ্চানন দাস

মঞ্চসজ্জা : সুবোধলাল দাস

আলোক-সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য

যন্ত্র-সঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

স্থির-চিত্র : টেক্‌নিকা

● সহকারী ●

পরিচালনা : নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়

আলোক-চিত্র : কৃষ্ণধন চক্রবর্তী

শিল্প-নির্দেশ : সন্তোষ রায় চৌধুরী

শব্দ-গ্রহণ : রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা

মঞ্চ-সজ্জা : ছেদিলাল শর্মা, চিরঞ্জীব শর্মা

আলোক সম্পাত : ভবরঞ্জন দাস,
কৃষ্ণধন দাস, অনিল পাল

সম্পাদনা : রবীন সেন

ব্যবস্থাপনা : প্রশান্ত পাট্টাদার
হীরেন সাহা

● ●

টেক্‌নিসিয়ানস্ ষ্টুডিওতে গৃহীত,
বেঙ্গল ফিল্‌ম্ লেবোরেটরিজ প্রাইভেট
লিমিটেডে পরিস্ফুটিত এবং ইণ্ডিয়ান ফিল্‌ম্
লেবোরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেডে
ওয়েষ্ট্রেক্স্ শব্দ-যন্ত্রে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক সঙ্গীত গ্রহণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

সি, সি, সাহা প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রন্থ-জগৎ,
সুরক্রিজ, ন্যাশনাল ষ্টোর্স, বেলেঘাটা,
কে, ডি, শেঠ, ডেকরেটর, ইউ, সি, সেন,
শ্রীগোপাল কোঠারি, প্রশান্ত বসু,
বেচু আদক, শ্রীকৃষ্ণ কুটির, শঙ্কর মুখার্জী।

প্রচার পরিচালনা ও পরিচয়-লিপি
পরিকল্পনা : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
সহকারী : চারু খাঁ

● রূপায়ণে ●

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা গাঙ্গুলী, তরুণ কুমার, তুলসী চক্রবর্তী, অমর মল্লিক, অনাদি, নৃপতি, পাহাড়ী সান্যাল, মিতা চ্যাটার্জী, রেণুকা রায়, মণিকা, শেফালী নায়ক, সুব্রতা সেন, সন্ধ্যা চ্যাটার্জী, ইরা ঘোষাল, গীতা দাস, করবী ব্যানার্জী, গৌরী দেবী, চিত্রা মণ্ডল, কেষ্টধন মুখার্জী, খগেন পাঠক, মণি শ্রীমানি, দাড়িদাদা, শান্তি বসু, মাণিকলাল মোহতা ও আরো অনেকে।

● ●

একমাত্র পরিবেশক :

প্রভা পিকচার্স

৬২, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

"পার্সোনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট"

গল্পের সারাংশ

আমাদের নায়ক রমাপদ গুপ্ত মূর্খ নয় - রীতিমত বি. এস. সি., বি. কম্। অর্থাৎ পেটে বিদ্যে আছে ; কিন্তু গোপনে বলি, ঘটে বুদ্ধি একটু কম।

একলা মানুষ, বিয়ে করেনি। গ্যারেজের উপরে একখানা আধতলা ছোট্ট ঘরই তার রাজপ্রাসাদ ! কিন্তু আশ্চর্য, অর্ধেক রাজত্ব বা রাজকন্যার কথা কোনদিনই ভাবে না। তবে ভাবে সে। ভাবুক। কলম থুৎনিতে লাগিয়ে চোখ দুটো ধোঁয়াটে আকাশে তুলে কবিতার লাইন বা গল্পের প্লট। রমাপদ হবু সাহিত্যিক।

রমাপদর বন্ধু বলতে পাড়ার ছোট্ট ছেলে মেয়েরা, যাকে বলে চুনো-পুঁটির দল। তবে বন্ধু একজন আছে, তার সত্যিকারের বন্ধুই-তার গার্জেনও বলা যায়। নাম জয়বাবু। তার তর্জন গর্জনকে রমাপদ ভয় করে। জয় কিন্তু ভালবাসে রমাপদকে নিজের ভাইএর মতই।

জয়বাবুর চেষ্টাতেই রমাপদর চাকরি হয়। আর কল্পনা-বিলাসে তার চাকরি যায়। কিন্তু জয়বাবু রয়েছেন যার পেছনে, তার আবার ভাবনা ? জয়বাবু এবার চাকরি জুটিয়ে দিলেন এক রেডিওর দোকানে। কিন্তু ভাবের ঘোরে রমাপদ দোকানের একটা রেডিও ধুলিসাৎ করায় পত্রপাঠ সেখান থেকে বিদায় নিল।

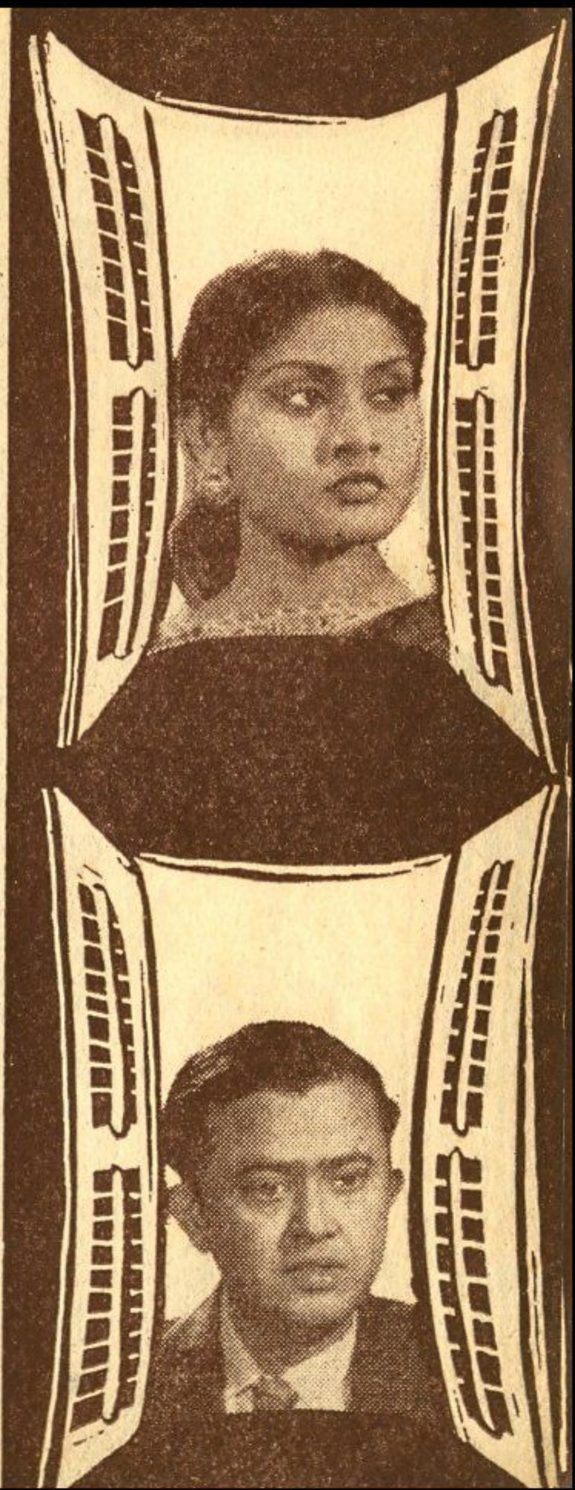

রমাপদ পড়ল বিপদে। হাতে কিছু নেই। জামা ছেঁড়া, জুতো ছেঁড়া, আর রাজপ্রাসাদের ভাড়া বাকি। এদিকে তার কলম চলছে সমানে, অথচ লেখাগুলো হচ্ছে অচল, অন্ততঃ পত্রিকা সম্পাদক ও প্রকাশকের চোখে। তবু রমাপদর মন যাতে না ভাঙ্গে (মচকায় ক্ষতি নেই) - সে দিকে কড়া নজর রাখছে জয়বাবু।

এহেন সময়ে দেখা গেল একটা বিজ্ঞাপন। ক'লকাতার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান "গার্গী ইষ্টার্ণ কোম্পানি" জানাচ্ছেন—পার্সোনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট চাই। পুরুষরাও দরখাস্ত করতে পারেন, তবে মহিলারাই অগ্রগণ্য। তার কারণ, এই প্রতিষ্ঠানের সর্বে সর্বা রুবাণী সেন নিজে কখনো কোন পুরুষকে আমল দেন নি এবং চান না তার প্রতিষ্ঠানে কোন পুরুষ কর্ম্মচারী থাকে। তাঁর অফিসটি তাই প্রায় নারীর রাজ্য।

এই বেকার যুগে দরখাস্ত অনেক পড়ল। তারমধ্যে একখানি দরখাস্ত এলো রমা গুপ্তার—আমাদের রমাপদ গুপ্তের। ইণ্টারভিউ হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য, ইণ্টারভিউএ রমা গুপ্তা - রমাপদ গুপ্তের চেহারায় উপস্থিত হ'লেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে (রূপেও নাকি ?) প্রায় প্রীত হ'য়ে তাকেই বহাল ক'রলেন রুবাণী নিজের পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট করে।

মেয়েলী নামের কল্যাণে যখন কার্যসিদ্ধ হ'ল একবার, তখন জয়বাবুর বুদ্ধিতে রমাপদ সাহিত্যের বাজারে ছদ্মনাম নিল—মিনতি মিত্র। পত্রিকা অফিসে পাঠাতে লাগলো কবিতার পর কবিতা। মিষ্টি নামের জোরে সে সব কবিতা ছাপাও হ'তে লাগলো নানা পত্রিকায়। জয় জয়াকার পড়লো মিনতি মিত্রের। রুবাণী সেনের চোখেও পড়লো মিনতি মিত্রের কবিতা। প'ড়ে খুশীই হ'লেন।

বুঝি ভক্তও হয়ে পড়লেন। কিন্তু একদিন মিনতি মিত্রের নাম লেখা কবিতার খাতা দেখলেন তাঁর পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট রমাবাবুর কাছে—সেই দিনই রুবাণী সেনের মনের ভাব গেল বোঝা। দেখা গেল, নারীর সেই চিরন্তন সন্দেহ, ঈর্ষা, অভিমান।

কিন্তু কেন? রুবাণী সেন কি রমাপদকে———? কি জানি। হয়তো বা স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্। বোঝা মুস্কিল।

ওদিকে মিনতি মিত্রের লেখা ছাপাতে গিয়ে মজলেন এক প্রবীন বিপত্নীক প্রকাশক। জয়বাবু সুযোগ বুঝে তাঁকে নিয়ে লাগলেন খেলাতে।

এই মিনতি মিত্রের প্রতি প্রকাশক প্রবরের প্রেম এবং রুবাণী সেনের ঈর্ষা—দুই মিলে যে ঘটনাচক্র দেখা দিল, তার পাকে পড়ে আমাদের রমাপদ ঘুরপাক খেতে লাগলো। তার মাথা ঘুরতে লাগলো, চোখের সামনে পৃথিবীটাও ঘুরতে লাগলো বন্ বন্ বন্ বন্।

মাথা হয়তো আপনারও ঘুরতে থাকবে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে ভাবতে হবে, তারপর—তারপর—তারপর কি হবে! এবং তারপর আপনিই হেসে উঠে বলবেন হয়তো বা: বেশতো!

কি! পার্সোনাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট মানে P. A. র কি হ'লো! প-য়ে-আকার দিলে কিনা! না কারোর পায়ে বাঁধা পড়লো!

সে সব কাণ্ড পরের মুখে শোনার চাইতে—নিজের চোখে দেখাই ভালো। নয় কি?—

— শেষ —

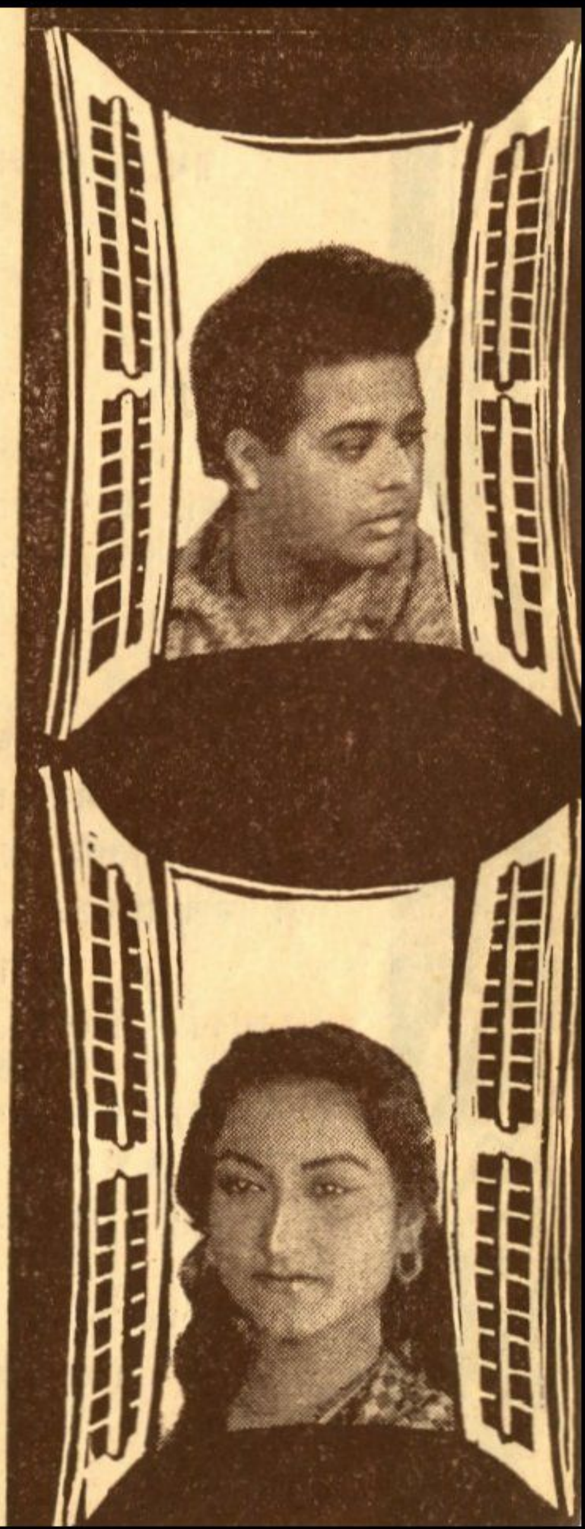

(১)

রমা ও ছেলেদের গান

রচনা—গৌরী প্রসন্ন

সুর—নচিকেতা ঘোষ

ক রয়েছেন কলকাতায়
খড়্গপুরে খ এর বাস,
গোয়ালিয়ার গেছেন চলে
গড়গড়ি শ্রী গঙ্গাদাস ।
আর ঘাটশিলাতে ঘ এর কাছে,
ঙ থাকেন বারোমাস ॥
(এক সঙ্গে) ক খ গ ঘ ঙ—
(একক) ক খ গ ঘ ঙ ।
চমচমেতে আছি আমি, চ বলে ঐ চেঁচিয়ে,
ছানাতে ছ জিলিপীতে জ রয়েছেন পেঁচিয়ে।
লাল লঙ্কার ঝালেতে ঝ,
মুখটা যে দেয় পুড়িয়ে,
ঞর জীবন কাটে কেবল
পরেরই পাত কুড়িয়ে ॥
(এক সঙ্গে) চ ছ জ ঝ ঞ
(একক) চ ছ জ ঝ ঞ
'ট' রয়েছেন ট্যাঁকশালে 'ঠ'র ঠাকুরদা
ঠুংরি গায়
নেই কোন ডর 'ড' এর প্রাণে
বাঁয়ে যেতে ডাইনে যায় ।
পেট ফুলে ঢোল 'ঢ' এর হাতে
ণ গাঁট্টা খায় ॥
(এক সঙ্গে) ট ঠ ড ঢ ণ
(একক) ট ঠ ড ঢ ণ
তরবরিয়ে তাড়াতাড়ি 'ত' চলে তরতরিয়ে,
থানাতে 'থ' দৌড়ে দ এর
ঘাম ছোটে দরদরিয়ে ।
ক্ষেত ভরা ঐ ধানেতে 'ধ'
জীবনটা দেয় বাঁচিয়ে,
ন নস্যি টানে খাওয়ার শেষে আঁচিয়ে ॥
(একসঙ্গে) ত থ দ ধ ন—

(২)

রমার গান

রচনা : গৌরী প্রসন্ন

সুর : নচিকেতা ঘোষ

তোমাদের নতুন কুঁড়ির নতুন মেলায়
রং ছড়াবে তোমরা ;
তখন আর গান শোনাতে আসবে নাতো
এই যে বুড়ো ভোমরা ।
সে যে সারা বেলা গুণগুণিয়ে
তোমাদের মন ভরিয়ে রাখতো ;
তোমাদের কচি প্রাণে স্বপ্ন কত আঁকতো !
সে কথা পড়বে কি আর মনে,
আরও আসবে অনেক ভোমর
হোমরা চোমরা ।
তখন আর গান শোনাতে আসবে নাতো
এই যে বুড়ো ভোমরা ।
তোমাদের নতুন কুঁড়ির ··· ···
যখন পড়বে খসে সুর ভরানো
এই যে দুটি প.খনা ;
বলবে জানি তোমরা তখন,
যে গেছে সে যাক্‌না, যাকনা ।
তবু চেন বা নাই চেন আমি
তোমাদের কাছে কাছেই থাকবো,
তোমাদের চিরদিনই বুকে করে রাখবো ;
বিদায় দেও না হাসি মুখে,
আমায় বিদায় দেও না হাসিমুখে,
আমি যাচ্ছি বলে মুখ করো না গোমড়া ।
এই তো রীতি আজ যে তরুণ
কাল সে বুড়ো ভোমরা,
তোমাদের তখন আর গান শোনাতে
আসবে নাতো,
এই যে বুড়ো ভোমরা ।
তোমাদের নতুন কুঁড়ির ···

(৩)

অফিসে মেয়েদের গান

রচনা—গৌরী প্রসন্ন

সুর—নচিকেতা ঘোষ

(প্রথমা) না, না, না শ্রীচরণ কমলেষু নয় !
(দ্বিতীয়া) গুরুজন বয়েই গেছে ভাবতে।
(তৃতীয়া) তবে কি কল্যাণীয় ?
(প্রথমা) না, না, না পারবো নাতো-
এতখানি নাবতে।
(সবাই) না, না, না শ্রীচরণ কমলেষু নয়,
গুরুজন বয়েই গেছে ভাবতে।
তবে কি কল্যাণীয় ?
না না না পারবো না তো,
এতখানি নাবতে।

(দ্বিতীয়া) মনোরমা রমা তোমার
নামের পিছে,
পদটা জুড়লে মিছে,
(সবাই) বা ভাই, বা ভাই, বেশ বেশ।
(চতুর্থা) ও পায়ে আলতা কোথায়
হাই হিলতো নেই,
গোদ কেন হয় না ঐ পদতেই।
(তৃতীয়া) না, না, না শ্রীচরণ কমলেষু নয়,
(সবাই) না, না না শ্রীচরণ কমলেষু নয়...
প্রথমা : রমা নামে গুপ্ত হয়ে ছিল নারী,
এ কেমন কেলেঙ্কারী।
(চতুর্থা) সে নারী পুরুষ হল চাকরী
পেল যেই,
তরে গেল হায়রে ঐ নামেতেই।
(দ্বিতীয়া) না না না ইত্যাদি
(প্রথমা) রমনীয় রমাদিদি হ'ল দাদা,
এ কেমন গোলকধাঁধা !
(সবাই) বাবা, বাবা, বাবারে বাবা।
(চতুর্থা) এ যেন যাত্রাদলের গোঁফ
কামানো রাই
লাজেতে হায়রে যাই মরে যাই।
দ্বিতীয়া : না, না, না শ্রীচরণ কমলেষু নয়,
সবাই : না না না ইত্যাদি।

(৪)

রমার গান

রচনা : গৌরী প্রসন্ন

সুর : নচিকেতা ঘোষ

এই বেশ ভাল লাল, সাদা কালো
হাসি আর আলো
নাড়া দিল এই মনটায় ;
এই বেশ খাসা, প্রাণ খুলে হাসা
ঠুং ঠাং, ঠুং ঠাং, ঠুং ঠাং ভাষা
রিকসার ঐ ঘন্টায়।
ট্রাম চলে, বাস চলে,
সব বাঁকা পথে, নেই তাতে ভুলতো ;
আমি চলি সোজা পথে,
দেখি তাতে ফলটি হয় উলটো।
সারে গামা পাধা নিসা, সানি ধাপা
মাগা রেসা।
ঘোড়া চলে, গরু চলে
ঐ গাধা চলে তারো আছে দামরে,
আমি যদি চলি তবে—
তার মানে উল্টো বুঝলি রামরে,
সারে গামা পাধা নিসা, সানি ধাপা
মাগা রেসা।

ফাঁকি চলে ঘুষ চলে
মেকি টাকা সেও চলে যায় রে,
আমি শুধু চিরদিনই
পিছে কেন পড়ে থাকি হায়রে।
সারে গামা পাধা নিসা, সানি ধাপা
মাগা রেসা।

এই বেশ ভাল.....

—আগতপ্রায় চিত্রাবলী—

লক্ষ্মী নারায়ণ

(ধর্ম মূলক)

ভূমিকায়—কমল মিত্র, অনুভা গুপ্তা, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী
শিশির বটব্যাল, রাজলক্ষ্মী, ব্রততী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গল্প ও চিত্রনাট্য—অমিয় জীবন মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা—নির্মল চৌধুরী ঃঃ সঙ্গীত পরিচালনা—নিরোদ বরণ বন্দোপাধ্যায়

● ● ● ●

গৌরী (হিন্দী)

(সামাজিক)

ভূমিকায়—মীণাকুমারী, প্রদীপকুমার, আগা, চিত্রা, কানাইয়ালাল প্রভৃতি

গল্প ও চিত্রনাট্য—পণ্ডিত মুখরাম শর্মা

পরিচালনা—এইচ, এস, কোয়াত্রা ঃঃ সঙ্গীত পরিচালনা—মদন মোহন

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত